গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়
উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ ৩১/০৭/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন কর্মসুচিভুক্ত সকল উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন সহায়তা বাবদ প্রদত্ত বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/স্কীমের জুন, ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীভুক্ত সকল উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন সহায়তা বাবদ প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/স্কীমের জুন/২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত ৩১/০৭/২০১৬ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি/কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট -'ক' তে সংযুক্ত করা হ'ল।

০২। সভার শুরুতেই সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব(উন্নয়ন) গত ২১/০৬/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পাঠ করেন। অত:পর ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জুন, ২০১৬ পর্যন্ত এডিপি এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তিনি জানান যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে এ মন্ত্রণালয়ের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং থোক বরাদ্দকৃত অর্থ ৫০৮২৫.৪০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪৭০০৮.১৫ লক্ষ টাকা। আর্থিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯২.৪৯%। তিনি আরো জানান যে, এডিপি বহির্ভুত প্রকল্প হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল এর হোস্ট কান্ট্রি এগ্রিমেন্ট না হওয়ায় উক্ত প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত ২১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। উক্ত টাকা ব্যয় করা সম্ভব হলে আর্থিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি হতো প্রায় ৯৮%।

০৩। গত সভার ৬(১) নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, আইসিডিপি প্রকল্পের মেয়াদ শেষে নতুন প্রজেক্ট গ্রহণের বিষয়ে ঈদ-উল-ফিতর এর পর গঠিত কমিটির আহবায়ক অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে ক) ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৪০০০ পাড়া কেন্দ্র উদ্বোধনের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভা এবং খ) আইসিডিপি প্রজেক্টের স্থায়িত্ব অর্জনের লক্ষ্যে কর্মকৌশল ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভা আগস্ট মাসের শুরুতেই আহবান করা হবে। গত সভার ৬(২) নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর এর ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখের মধ্যে অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাপ্রদান করে তার কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার বিধান রয়েছে। মন্ত্রণালয় সকল সংস্থার তথ্যাদি সমন্বিত করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। তবে আইসিডিপি ব্যতিত অন্য কোন সংস্থা হতে এখন পর্যন্ত অব্যয়িত টাকা জমা প্রদান পূর্বক চালানের কপি অথবা ব্যয়িত টাকার স্বপক্ষে প্রমানপত্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেনি। যার ফলে অর্থ বিভাগে তথ্যাদি প্রেরণ করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, অর্থ বছর শেষ হয়েছে প্রায় ১ মাস, তবে এখনো মন্ত্রণালয়ে তথ্যাদি না প্রেরণ করাটা সমীচীন নয়। তাই আগামী ৭/০৮/২০১৬ তারিখের মধ্যে অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভার ৬(৩) নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এর নির্দেশনা মোতাবেক চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পানি ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রজেক্ট এর জন্য কমপক্ষে ১০% বরাদ্দ রেখে প্রকল্প/স্কীম গ্রহন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরন করা হয়েছে। একই সাথে এ সংক্রান্ত একটি বড় প্রজেক্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর মাধ্যমে গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সভাপতি বলেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর সাথে দৈততা পরিহার করে পানি সংক্রান্ত প্রকল্পটি গ্রহন করতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় হেডম্যান/কার্বারীদের মতামত নেয়া যেতে পারে। গত সভার ৬(৪) নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় যে, National Consultant নিয়োগের প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে। হিমালিকা প্রজেক্ট এর PEC সভা নিয়মিত করতে হবে এবং NEC সভা সেপ্টেম্বর,২০১৬ এর সুবিধাজনক সময়ে আহবান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ইসিমড এর সাথে যোগাযোগ করে সভার তারিখ নির্ধারণে ব্যবস্থা নিতে প্রকল্প পরিচাল কে অনুরোধ করা হয়।

চলমান পাতা-২

গত সভার ৬(১০) নং সিদ্ধান্ত বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এলজিইডি অংশ)এর প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, বৈদেশিক সাহায্য অংশের ১০ কোটি টাকা অগ্রিম উত্তোলন রাখার বিধান চালু করার জন্য এলজিইডি লিখিতভাবে এ মন্ত্রণালয়ের নিকট একটি প্রস্তাবনা পেশ করেছে। ADB এর প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, প্রস্তাবনাটি ADB তে প্রেরণ করা হলেই তারা যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। এ বিষয়ে সভাপতি উপপ্রধান কে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। গত সভার ৬(১১) নং সিদ্ধান্ত বিষয়ে যুগ্মসচিব(উন্নয়ন) বলেন যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় PEDP-2 এর মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলায় স্থাপিত কিন্তু বর্তমানে বন্ধ রয়েছে এ ধরণের স্কুল ও হোস্টেলগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করে সেগুলো পরিচালনার বিষয়ে জেলা পরিষদের মতামত পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, আগস্ট, ২০১৬ এর ২য় সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। তাছাড়া এ মন্ত্রণালয় হতে নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শনে যেতে হবে।

০৪। সভায় বিস্তারিত আলোচনার সংক্ষিপ্তরূপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

৪.১ এডিপিভুক্ত প্রকল্প ঃ

(১) প্রমোশন অব ডেভেলপমেন্ট এন্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং ইন দ্যা চিটাগাং হিল ট্রাক্টস-ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ:

ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ এর প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ৫৮৩৪.০০ লক্ষ টাকা। ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৭০৭.৬৬ লক্ষ টাকা। যা বাজেট বরাদ্দের আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৮৩% ।

(২) **পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায় ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায় এর আঞ্চলিক পরিষদ অংশের প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, এ প্রকল্পের আঞ্চলিক পরিষদ অংশের জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ৪৮৮৩.০০ লক্ষ টাকা। ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৮৮৯.৮২ লক্ষ টাকা। যা বাজেট বরাদ্দের আর্থিক অগ্রগতি ৭৯.৬৬%।

এলজিইডি অংশের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২০৫৯.৮৪ লক্ষ টাকা। যা বাজেট বরাদ্দের আর্থিক অগ্রগতির ৮২.৩৯%।

(৩) **পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় এর প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ৪৯০০.০০ লক্ষ টাকা। ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৭৪৭.০০ লক্ষ টাকা। যা বাজেট বরাদ্দের আর্থিক অগ্রগতির ৯৬.৮৭%।

(৪) **পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প এর প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে মোট বরাদ্দ ৯৭.০০ লক্ষ টাকা। ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯৭.০০ লক্ষ টাকা। যা বাজেট বরাদ্দের আর্থিক অগ্রগতির ১০০%।

(৫) **পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে মোট বরাদ্দ ২০০.০০ লক্ষ টাকা। ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২০০.০০ লক্ষ টাকা। যা বাজেট বরাদ্দের আর্থিক অগ্রগতির ১০০%।

৪.২ উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দসমূহ :

১) **পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা(কোড -৫০১০) ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা(কোড -৫০১০) এর অগ্রগতি বিষয় সভাপতি সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রতিনিধি/প্রকল্প পরিচালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সে প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রতিনিধি/প্রকল্প পরিচালকগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা এর আওতায় গৃহীত প্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নরূপভাবে তুলে ধরেন।

চলমান পাতা-৩

২০১৫-১৬ অর্থবছরের নিম্নরুপ ভাবে পার্বত্য উন্নয়ন সহায়তা(কোড-৫০১০) ১৮৫০০.০০ লক্ষ টাকা(মূল বরাদ্দ ১৩৫০০.০০ লক্ষ) মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন সংস্থা ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মোট ৪৮২টি প্রকল্প/স্কীম বরাদ্দ, খরচ এবং আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে।

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	স্কীমের সংখ্যা	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	১৩২টি	৮৬০০.০০	৮৫৯৯.৯৯	৯৯.৯৮%	
০২	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ	১৪৩টি	২৮০০.০০	২৭৯৯.৯৭	৯৯.৯৮%	
০৩	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ	৯৬টি	২৭০০.০০	২৬৯৯.৯৮	৯৯.৯৮%	
০৪	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ	১০১টি	৩২০০.০০	৩১৯৯.৯৬	৯৯.৯৯%	
০৫	অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার	৯টি	৯৫০.০০	৯৪৭.১৭	৯৯.৯৯%	
০৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্তৃক ''পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিবীক্ষণ সমক্ষতা বৃদ্ধি শীর্ষক একটি প্রকল্প	১টি	২৫০.০০	২৪৯.৪৭	৯৯.৭৮%	
	মোট	৪৮২টি	১৮৫০০.০০	১৮৪৯৬.৫৪	৯৯.৯৮%	

২) <u>পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা(কোড-৭০২০)</u> ঃ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ সহায়তায় বরাদ্দ ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা নিম্নরুপভাবে বরাদ্দ, ব্যয় ও আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে।

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	স্কীমের সংখ্যা	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ	২১৬টি	১৪৬৬.৬৮	১৪৬৬.৬৪	৯৯.৯৯%	
০২	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ	১১৬টি	১৫৬৬.৬৬	১৫৬৬.৬৩	৯৯.৯৯%	
০৩	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ	১২৯টি	১৪৬৬.৬৬	১৪৬৬.৬২	৯৯.৯৯%	
	মোট=	৪৬১টি	৪৫০০.০০	৪৪৯৯.৮৯	৯৯.৯৯%	

৩) <u>পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড-৭০৩০)</u> ঃ এ সহায়তার আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দের পরিমান ৭০০০.০০ লক্ষ টাকা। এর দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনের ৬০৩টি স্কীম গ্রহন করা হয়েছে। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৬৯৯৯.০০ লক্ষ টাকা। যা আর্থিক অগ্রগতির ৯৯.৯৯%।

৫। **বিবিধ ঃ**

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কার্যক্রম বেগবান করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চলমান এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং আগামীতে বাস্তবায়নযোগ্য সম্ভাব্য নতুন প্রকল্পসমূহ গ্রহণ বিষয়ে একটি বিশেষ সভা সেপ্টেম্বর, ২০১৬ মাসের ১ম সপ্তাহে আহবান করা যেতে পারে।

খ) ওয়েব সাইটে প্রদানের জন্য বর্তমানে চলমান এডিপিভুক্ত প্রজেক্ট এর সংক্ষিপ্ত ব্রীফ আগামী ০৭/০৮/২০১৬ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা(কোড-৫০১০), পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার পরিষদ(কোড-৭০২০) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা(কোড- ৭০৩০) এর তালিকা ০৪/০৮/২০১৬ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

ঘ) তিন পার্বত্য জেলার ৩৭৫টি মৌজায় কতটি ছড়া রয়েছে তার তালিকা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আগামী সভার পূর্বেই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

ঙ) হেডম্যানদের দাপ্তরিক কার্য সম্পাদনের জন্য তিন কক্ষের একটি করে অফিস কক্ষ করতে হবে এজন্য উন্নয়ন বোর্ড ডিপিপি তৈরি করে তা দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

চ) রেশম বোর্ড ও তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প দুটির মেয়াদ ও বরাদ্দ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষন করেন। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন প্রকল্প বাছাই ও গ্রহন সংক্রান্ত একটি কমিটি আছে উক্ত কমিটির সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।

চলমান পাতা-৪